দৈনিক আমাদের সময়

তাং ...... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ......

অন্তহীন সমস্যায় প্রাথমিক শিক্ষা

অপর্যাপ্ত মনিটরিং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায়

এম এইচ রবিন ●

জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরির ছয় বছরেও প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণিতে উন্নীত হয়নি। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রয়েছে সমন্বয়হীনতা। অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত প্রাথমিক শিক্ষা স্তর। এই স্তরের শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় সম্মেলন ডেকে সমাধানের পথ খুঁজছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

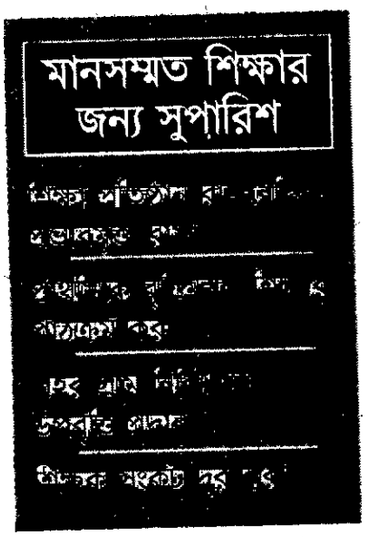

সম্মেলনে উঠে এসেছে প্রাথমিক শিক্ষার দুর্দশার চিত্র ও সমাধানের সুপারিশ। প্রাথমিক শিক্ষায় সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দিনব্যাপী প্রাথমিকে ক্লাস কার্যক্রম চালানোর প্রয়োজন নেই। সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টার পরিবর্তে ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত স্কুল সময় যথেষ্ট।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় সম্মেলন' শীর্ষক সম্মেলনে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, স্কুল কমিটি সদস্য, মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদরা প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ও সমাধানের কথা তুলে ধরেন। অপর্যাপ্ত মনিটরিং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায় বলে মনে করছেন তারা।

প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া আরও কমিয়ে আনতে হলে স্কুলের সময় পুনর্নির্ধারণ করা, শহর-গ্রাম নির্বিশেষে উপবৃত্তি প্রদান, সব স্কুলে মিড ডে-মিল চালু, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক কারিকুলাম রাখার মত দিয়েছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদরা।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক সঙ্কট দূর করা, শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা, শ্রেণিকক্ষের উন্নয়ন, অবকাঠামো সুবিধা, পাঠক্রমে ধারাবাহিকতার জন্য পুনর্পাঠের (রিক্যাপ) সুযোগ রাখা, শিশুদের বয়োসন্ধিকালে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করা,

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

মানসম্মত শিক্ষার জন্য সুপারিশ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] উপবৃত্তি [illegible]
- [illegible]

অন্তহীন সমস্যায় প্রাথমিক শিক্ষা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) শিক্ষকদের পাঠদানে আরও মিথস্ক্রিয়া হওয়া, বিজ্ঞান সরঞ্জাম দিয়ে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পাঠদান করা, বিভিন্ন ধরনের সার্ভের কাজ থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়া, শিক্ষক নিয়োগ-বদলি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা, সর্বোপরি শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি উঠেছে সম্মেলনে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের কোথায় কোথায় সমস্যা আছে খুঁজতে গেলে সমস্যার শেষ হবে না। মানসম্মত শিক্ষার জন্য সরকারের পাশাপাশি স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। যতটুকু বিচ্যুতি আছে তা দূর করতে সকলকে অন্তর দিয়ে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের আরও আন্তরিক হতে হবে। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শনের অনেকটাই জুড়ে আছে শিক্ষা। শিক্ষার উন্নয়নে তাই সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি চালু, মিড ডে মিল প্রবর্তন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সরকার শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ কম দিচ্ছে বলে অনেকে সমালোচনা করেন উল্লেখ করে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শিক্ষকদের বেতন বাড়ালেই তারা ভালো শিক্ষা দেবেন, দেশপ্রেমিক হবেন– এমন নিশ্চয়তা নেই। ভালো শিক্ষার জন্য চাই আন্তরিকতা। অভিভাবকদের উদ্দেশ তিনি বলেন, সন্তান জন্ম দিয়েই আপনাদের দায়িত্ব শেষ নয়, তাদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য সরকারের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সন্তান মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে কিনা তার জন্য প্রতিনিয়ত স্কুলের সাথে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখতে হবে, শিক্ষকদের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. মোতাহার হোসেন বলেন, মনিটরিংয়ের অভাবে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের আন্তরিকতা প্রয়োজন। শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল কমিটি, শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমন্বয় দরকার। তিনি মনে করেন, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা স্তর নির্ধারণ করা হলে একটি সমাপনী পরীক্ষা থাকা উচিত। মোতাহার হোসেন অভিযোগ করেন, ২০১০ সালে শিক্ষানীতি হওয়ার ৬ বছর পরেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ষষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়নি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ বলেন, আমাদের মোট শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে আমরা শতভাগের কাছাকাছি সফল হয়েছি। এমন হওয়ায় আমাদের কোয়ালিটি এডুকেশন নজরে আসছে না। প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশ্বের কাছে রোল মডেল বাংলাদেশ। এখন আমাদের মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করাই চ্যালেঞ্জ।

সিআইআরের নির্বাহী পরিচালক ও ন্যাশনাল ওয়ার্কিং গ্রুপ অন বেসিক এডুকেশনের সদস্য সাব্বির বিন শামস 'পুটিং ইনক্লুসিভ অ্যান্ড কোয়ালিটি প্রাইমারি এডুকেশন ইন পার্সপেকটিভ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মানসম্মত শিক্ষার জন্য দাতাদের ফর্মুলায় নয়, স্টেকহোল্ডারদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব এনআই খান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী প্রমুখ। তারা বলেন, এ খাতে বাজেট বৃদ্ধি, শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যেও সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশুরা যেন আনন্দ অনুভব করে, তেমনভাবে পরিবেশবান্ধব হিসেবে বিদ্যালয়গুলোকে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় 'আমাদের স্বপ্নের স্কুল এবং মানসম্মত শিক্ষা' শীর্ষক অধিবেশনে। 'আমাদের সন্তান ও তাদের দ্বিতীয় নিবাস' শীর্ষক অধিবেশনে অংশ নেন অভিভাবকরা। শিক্ষা ব্যবস্থাপকরা অংশগ্রহণ করেন 'মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা : প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণ' শীর্ষক অধিবেশনে। শিক্ষকরা অংশ নেন 'আমরা ক্লাসরুমের কবি' শীর্ষক আলোচনায়। এসব অধিবেশন থেকে উঠে আসে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ও সমাধানের পথ। মন্ত্রী জানান, এসব সুপারিশ নিয়ে আগামীদিনের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।